দানিয়েলের পুস্তক - সংখ্যা একশো চৌষট্টি

দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্য: ঐতিহাসিক ও ভবিষ্যৎ প্রভাবের উন্মোচন

Jeff Pippenger

2024-03-28

দানিয়েল এগারোর ষোড়শ পদে খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ সালে পম্পেই কর্তৃক যিহূদা ও যিরূশালেম জয় করার ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। এটি একই অধ্যায়ের একচল্লিশতম পদের পরিপূর্ণতায় যুক্তরাষ্ট্রের অচিরেই আগত রবিবার-আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে। পদটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস সেই সময় সংঘটিত একটি গৃহযুদ্ধকে চিহ্নিত করে, যখন নগরীটি অধিকার করা হয়; এভাবে এটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত হতে থাকা মার্কিন গৃহযুদ্ধের পুনরাবৃত্তিকে নির্দেশ করে। গুলি ছোড়া হয়ে থাকুক বা না হয়ে থাকুক, এখন দুই শ্রেণি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত। পম্পেই যখন যিরূশালেম জয় করছিল, তখন তা নির্দেশ করছিল যে খ্রিস্টাব্দ ৭০ সালে ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত যিরূশালেম রোমীয় কর্তৃত্বের অধীনেই থাকবে। সুতরাং, এটি অচিরেই আগত রবিবার-আইনের প্রতিরূপ ছিল, যা বাইবেলের ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের সমাপ্তি চিহ্নিত করে।

পম্পেই হলেন সেই অনুচ্ছেদে শনাক্ত চারটি রোমীয় শক্তির মধ্যে প্রথম। মার্ক অ্যান্টনি, যিনি একজন রোমীয় ছিলেন, তাকেও শনাক্ত করা হয়েছে; কিন্তু যে চারটি শক্তি রোমীয় নেতাদের রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, তাদের মধ্যে অ্যান্টনি এমন রোমীয় নেতৃত্বকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যা বিদ্রোহ করে রোমের বিরুদ্ধে মিশরের সঙ্গে এক জোট গঠন করেছিল। পম্পেই, জুলিয়াস সিজার, অগাস্টাস সিজার এবং টিবেরিয়াস সিজার—এই চারজন রোমীয়কে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে পৃথিবীর পশুর রিপাবলিকান শিঙের চার প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

পম্পেই, ১৮৬৩ সালের প্রজন্মে সংঘটিত যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের বিদ্রোহকে প্রতিনিধিত্ব করে, শেষ প্রজন্ম এবং বর্তমানে চলমান “গৃহযুদ্ধ”-কেও চিত্রিত করে। জুলিয়াস সিজার দ্বিতীয় প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যখন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসমূহের মধ্যে প্রধানতম জাতি হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু ১৯১৩ সালে তাকে হত্যা করা হয়, যখন আর্থিক ব্যবস্থার সার্বভৌমত্ব বৈশ্বিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার হাতে সমর্পিত হয়, এবং এক বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। সিজার অগাস্টাস প্রথম দুই বিশ্বযুদ্ধের গৌরবময় বছরগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করেন, যখন রক্তপাত সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ঈর্ষার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তারপর শেষে প্রজন্মে টিবেরিয়াস সিজার, যিনি তাঁর মদ্যপান ও খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধকরণের জন্য পরিচিত, সেই সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করেন যা মূলত প্রথম ক্যাথলিক রাষ্ট্রপতি জন এফ. কেনেডির নির্বাচনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল; এভাবে সেই প্রজন্মকে চিহ্নিত করা হয়, যা রোমের নিকট নত হবে।

পম্পেয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বর্তমানে আমরা পম্পেয়ে ও ষোড়শ পদের আগের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের ওপর মনোযোগ দিচ্ছি, একটি ইতিহাস, যা অধ্যায়ের প্রথম দুই পদে ১৯৮৯-কে শেষের সময় হিসেবে চিহ্নিত করে শুরু হয়, এবং তারপর রেগানের পরের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্টকে, যিনি ধনী ও বিশ্বায়নপন্থীদের উসকে দেন, নির্দেশ করে, যেমনটি ট্রাম্প নিঃসন্দেহে করে দেখিয়েছেন।

ট্রাম্পকে সাইরাসের পরে চতুর্থ শাসক, সমৃদ্ধ পারস্যের রাজা জের্কসিস দ্বারা প্রতীকায়িত করা হয়েছে, যিনি এস্থারের গল্পে আহাশ্বেরুশ নামেও পরিচিত। ওই পদগুলোতে, জের্কসিসের পর যে রাজা আসেন, তৃতীয় পদে তিনি মহান আলেকজান্ডার। ইতিহাসে জের্কসিস ও মহান আলেকজান্ডারের মধ্যে আটজন শাসক ছিলেন। ট্রাম্প থেকে শুরু করে মহান আলেকজান্ডার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা এক বিশ্ব সরকার পর্যন্ত, মোট দশজন রাজাকে উপস্থাপিত হয়েছে; ট্রাম্প প্রথম এবং আলেকজান্ডার শেষ।

ভাববাণীমূলক রেখাসমূহ নির্দেশ করে যে পৃথিবীর শেষকালে পৃথিবীর সমস্ত রাজাগণ পাপাসির সঙ্গে ব্যভিচার করবে, এবং সেই রাজাগণ "দশ রাজা" হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। আহাব, যিনি দশভাগে বিভক্ত এক রাজ্যের প্রধান ছিলেন এবং যিনি যিজেবেলের সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন, এই সত্যকে প্রতিনিধিত্ব করেন যে যদিও সমস্ত দশ রাজাই পাপাসির সঙ্গে ব্যভিচার করে, তথাপি একজন মুখ্য রাজা আছে, যে এ কাজ প্রথমে করে। প্রথমবার যখন পাপাসিকে পৃথিবীর সিংহাসন দেওয়া হয়, সেই মুখ্য রাজা ছিলেন ক্লোভিস, ফ্রাঙ্কদের (ফ্রান্স) রাজা, ৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। এটি এই সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে পাপাসি ফ্রান্সকে ক্যাথলিক গির্জার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং ক্যাথলিক গির্জার জ্যেষ্ঠ কন্যা উপাধি দিয়েছিল।

সভ্য বিশ্বের সিংহাসনে রোমকে বসানোর মাধ্যমে ফ্রান্স যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাজ সম্পন্ন করেছিল, তা যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাজকে প্রতীকায়িত করে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত রবিবারের আইন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়, এবং তারপর পৃথিবীর প্রতিটি জাতি সেই উদাহরণ অনুসরণ করে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পংক্তির পর পংক্তি দেখায় যে দশ রাজাদের মধ্যে প্রধান রাজা—যে শেষে দিনে প্রথম এবং সর্বাগ্রে 'পাপের মানুষ'-এর সঙ্গে ব্যভিচার করে—সে হলো যুক্তরাষ্ট্র। যদিও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে ধনী প্রথম রাজা জের্কসিস এবং শেষ রাজা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মধ্যবর্তী কোনো রাজাকে উপস্থাপন করা হয়নি, ইতিহাস সেখানে দশজন রাজাকে চিহ্নিত করে। সংখ্যা দশ একটি পরীক্ষা নির্দেশ করে, এবং এটি একটি জোটকেও নির্দেশ করে।

বিশ্ব যে পরীক্ষার মুখোমুখি, তা হলো সমগ্র বিশ্বব্যাপী একটি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যা 'পশুর প্রতিমূর্তি' হিসেবে চিত্রিত। সেই পরীক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে শীঘ্র আগত রবিবার আইন প্রণয়নের সাথে শুরু হবে এবং পৃথিবীর প্রতিটি দেশে যখন সেই উদাহরণ অনুসরণ করবে, তখন তা শেষ হবে। যীশু সবসময় কোনো বিষয়ের শেষকে তার শুরুর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন, তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদে ধনী রাজা ও আলেকজান্ডারের মধ্যে কোনো রাজাদের নাম তালিকাভুক্ত না থাকলেও, ইতিহাস এমন এক পরীক্ষার প্রক্রিয়া চিহ্নিত করে যা শুরু হয় সর্বাধিক ধনী এক প্রেসিডেন্ট দিয়ে, যিনি তার ব্যবসায়িক উদ্যোগ থেকে ধনী হয়েছিলেন, কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে সম্পদ সৃষ্টির কারণে নয়।

আমেরিকা নামটি "আমেরিগো" নামের লাতিন রূপ থেকে উদ্ভূত; আর "আমেরিগো" এসেছে ইতালীয় অভিযাত্রী ও নাবিক আমেরিগো ভেসপুচির নাম থেকে, যিনি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ এবং ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে নতুন বিশ্বে একাধিক যাত্রা করেছিলেন। সার্বিকভাবে, ভেসপুচির অন্বেষণযাত্রা সম্ভব হয়েছিল সেই সব পৃষ্ঠপোষক ও অর্থদাতাদের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা—পুঁজি বিনিয়োগ—এর মাধ্যমে, যারা নতুন বিশ্ব অনুসন্ধানে মুনাফা, বিস্তার এবং মর্যাদার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। "আমেরিকা" নামটি মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টার একটি প্রতীক।

যীশু সর্বদাই কোনো কিছুর শেষকে তার শুরুর দ্বারা উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করেন, এবং সেই দশ রাজাদের শুরুও—যারা মাদীয়-পারস্যের দুই-শিংওয়ালা রাজ্য থেকে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত এক বিশ্ব সরকারে পৌঁছানোর সেতুকে প্রতিনিধিত্ব করে—ধনী রাজার দ্বারা শুরু হয়, যে সেই রাজ্যের সভাপতি, যা ফ্রান্স ও আহাব দ্বারা প্রতিরূপিত; এবং সেই ব্যক্তি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত শিরও হয়ে উঠবে, যখন সমগ্র বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মুখোমুখি হবে, কারণ তা সমগ্র বিশ্বকে ক্যাথলিক চার্চের সামনে নত হতে বাধ্য করে, যদি তারা ক্রয়-বিক্রয় করতে সক্ষম হতে চায়।

প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ে সপ্তম রাজ্য হলো দশ রাজা; আর সেই দশ রাজার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো, তারা কেবল 'স্বল্পকাল' স্থায়ী থাকে; তারপরই তারা তাদের সপ্তম রাজ্য বাবিলনের ব্যভিচারিণীর হাতে দিতে সম্মত হয়, যা মাত্র 'এক ঘণ্টা' স্থায়ী থাকে। তারা সেই চুক্তি মেনে নেওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কারণ হলো, তারা বাবিলনের মদে মাতাল। ঐতিহাসিকভাবে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট কেবল স্বল্পকাল শাসন করেছিলেন; কারণ তার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতোই দ্রুত তার জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল—তিনি অতিমাত্রায় পান করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; এভাবে তিনি জাতিসংঘের সেই দশ রাজার স্বল্পকালীনতা ও মাতলামির প্রতীক দাঁড়ান। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট উঠে দাঁড়াতেই তিনি ভেঙে পড়েছিলেন, এবং তার রাজ্য চার বাতাসে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা তার পূর্বতন রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরবর্তী সংগ্রামকে চিহ্নিত করে।

> আর আমি, মাদীয় দারিয়ুসের প্রথম বছরে, আমিই তাকে সমর্থন ও শক্তি দিতে দাঁড়িয়েছিলাম। এখন আমি তোমাকে সত্য কথা জানাব। দেখ, পারস্যে আরও তিন জন রাজা উঠবে; আর চতুর্থ জন তাদের সবার চেয়ে অনেক বেশি ধনী হবে; আর তার ধনের জোরে সে সবাইকে গ্রাসিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে উসকে দেবে। আর একজন পরাক্রমশালী রাজা উঠবে, যে বিরাট আধিপত্য নিয়ে শাসন করবে এবং নিজের ইচ্ছামতো কাজ করবে। কিন্তু যখন সে উঠবে, তখন তার রাজ্য ভেঙে যাবে এবং স্বর্গের চার বাতাসে বিভক্ত হবে; কিন্তু তা তার উত্তরাধিকারীদের কাছে নয়, আর সে যে আধিপত্য করত সেই অনুযায়ীও নয়; কারণ তার রাজ্য উপড়ে নেওয়া হবে এবং তাদের বাইরে অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। দানিয়েল ১১:১-৪।

আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য যত দ্রুত গড়ে উঠেছিল, তত দ্রুতই ভেঙে পড়েছিল, কারণ এটি শেষ দিনগুলির প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা দ্রুত ঘটে বলে চিহ্নিত করা হয়।

> "অশুভের শক্তিগুলি একত্রিত হয়ে সংহত হচ্ছে। তারা শেষ মহাসংকটের জন্য নিজেদের শক্তিশালী করছে। শিগগিরই আমাদের পৃথিবীতে বড় পরিবর্তন ঘটবে, এবং শেষের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটবে।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৯, ১১।

ইসলামের তৃতীয় সর্বনাশ প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশের ভাববাণীমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম সর্বনাশে একটি সময়পর্ব ছিল, যা মুহাম্মদের আবির্ভাবের মাধ্যমে শুরু হয়ে পরবর্তী সময়পর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল; সেই পরবর্তী সময়পর্বকে “পাঁচ মাস” অথবা একশত পঞ্চাশ বছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যে সময়ে ইসলাম রোমের বাহিনীসমূহকে “আঘাত” করত। একশত পঞ্চাশ বছরের এই সময়-ভাববাণীর সমাপ্তি একই সঙ্গে তিনশত একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের ভাববাণীর সূচনাকে নির্দেশ করে, যার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনাশের ইসলাম তখন রোমের বাহিনীসমূহকে “বধ” করত।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ প্রথম সর্বনাশের মুহাম্মদ দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত সময়পর্বের আগমনকে চিহ্নিত করেছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ৭ অক্টোবর, ২০২৩—যা সেই সময়পর্বের সূচনা নির্দেশ করে, যখন ইসলাম প্রাচীন আক্ষরিক "মহিমান্বিত দেশ"-এ "রোমের সৈন্যবাহিনী"-কে "আঘাত" করত; এই "মহিমান্বিত দেশ" যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিরূপ; এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ এই নিবন্ধটি লেখার সময় পর্যন্ত, রোমের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ইসলামের আক্রমণ সংখ্যা প্রায় দুই শতকের নিকটে পৌঁছেছে।

আসন্ন রবিবারের আইন কার্যকর হলে, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র 'হত্যা' হয়, যা তিনশ একানব্বই বছর এবং পনেরো দিনব্যাপী ইসলামি আক্রমণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; সেই আক্রমণে রোমের প্রাক্তন সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়েছিল, যখন তাদের তৃতীয় মহা জিহাদের যুদ্ধ তীব্রতর হচ্ছিল। মাইকেল যখন উঠে দাঁড়ান, মানবজাতির পরীক্ষাকাল শেষ হয়, এবং শেষ সাতটি মহামারির সময় চার বাতাস সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পায়।

> আমি দেখলাম যে জাতিসমূহের ক্রোধ, ঈশ্বরের ক্রোধ, এবং মৃতদের বিচার করার সময়—এগুলো পৃথক ও স্বতন্ত্র; একটির পর একটি ঘটবে। আরও দেখলাম যে মিখায়েল এখনও উঠে দাঁড়াননি, এবং এমন বিপদের সময়—যেমন আগে কখনও ছিল না—এখনও শুরু হয়নি। এখন জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মহাযাজক পবিত্রস্থানে তাঁর কাজ শেষ করলে তিনি উঠে দাঁড়াবেন, প্রতিশোধের বস্ত্র পরিধান করবেন, এবং তারপর শেষ সাতটি বালা ঢেলে দেওয়া হবে।

> আমি দেখলাম যে চারজন স্বর্গদূত যীশুর পবিত্রস্থানে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চার দিকের বাতাস ধরে রাখবে, এবং তারপর আসবে শেষ সাতটি মহামারী। আর্লি রাইটিংস, ৩৬।

"চার বায়ু"-কে সিস্টার হোয়াইট "এক ক্রুদ্ধ অশ্বরূপে, যা বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এসে তার পথে মৃত্যু ও ধ্বংস বয়ে আনতে উদ্যত," বলে উপস্থাপন করেছেন, এবং অনুগ্রহের সময় শেষ হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় আক্ষেপে সেগুলিকে "চার বায়ু" নয়, বরং "চার স্বর্গদূত" হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল।

> যার হাতে তূরী ছিল সেই ষষ্ঠ স্বর্গদূতকে বলা হলো, 'মহান নদী ইউফ্রাতিসে বাঁধা চার স্বর্গদূতকে মুক্ত করো।' আর সেই চার স্বর্গদূত মুক্ত করা হলো; তারা নির্দিষ্ট এক ঘণ্টা, এক দিন, এক মাস ও এক বছরের জন্য প্রস্তুত ছিল—মানুষের এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করার জন্য। প্রকাশিত বাক্য ৯:১৪, ১৫।

"চার বাতাস" বা "চার স্বর্গদূত"—প্রতীকটি যে প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয় তার ভিত্তিতে—উভয়ই ইসলামের প্রতীক। যখন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট উঠে দাঁড়ালেন, তার রাজ্য—যা সপ্তম রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে, অর্থাৎ ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা নবীর ত্রিবিধ রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ—"যখন সে উঠে দাঁড়াবে, তার রাজ্য ভঙ্গ হবে এবং স্বর্গের চার বাতাসের দিকে বিভক্ত হবে।" যখন মানুষের পরীক্ষাকাল শেষ হবে, তখন চার বাতাস, অর্থাৎ চার স্বর্গদূত, মুক্তি পাবে, এবং তারা তার রাজ্য ভেঙে দেবে, কারণ তার রাজ্য "ভঙ্গ হবে"। তখন সেই দশ রাজা এবং তাদের সহযোগীরা, গ্লোবালিস্ট বণিকেরা, দূরে দাঁড়িয়ে বিলাপ ও ক্রন্দন করবে।

> কারণ, দেখ, রাজারা একত্র সমবেত হয়েছিল, তারা একসঙ্গে অগ্রসর হয়েছিল। তারা তা দেখল, এবং বিস্মিত হল; তারা বিচলিত হল, এবং ত্বরিত পালিয়ে গেল। সেখানে ভয় তাদের

> গ্রাস করল, এবং প্রসববেদনায় কাতর নারীর ন্যায় যন্ত্রণা। তুমি পূর্ববায়ু দ্বারা তার্শীশের জাহাজসমূহ ভেঙে দাও। গীতসংহিতা 48:4–7.

দশজন রাজার অর্থনৈতিক কাঠামো ইসলামের "পূর্বের বাতাস" দ্বারা ভেঙে যায়।

> তোমার দাঁড়চালকেরা তোমাকে মহা জলরাশিতে নিয়ে গেছে; পূর্ব বাতাস সাগরের মাঝখানে তোমাকে ভেঙে দিয়েছে। তোমার ধনসম্পদ, তোমার বাজারসমূহ, তোমার পণ্যসামগ্রী, তোমার নাবিকেরা ও তোমার কর্ণধারেরা, তোমার জাহাজের ফাঁকরোধকারীরা ও তোমার পণ্যসামগ্রীর ব্যবসায়ীরা, এবং তোমার মধ্যে থাকা তোমার সমস্ত যোদ্ধা, আর তোমার মধ্যে থাকা তোমার সমস্ত সঙ্গী—তোমার পতনের দিনে তারা সবাই সাগরের মধ্যভাগে পড়ে যাবে। ইজেকিয়েল ২৭:২৬, ২৭।

ইসলামের "পূর্ব বাতাস" "তাদের পতনের দিনে" দশ রাজার রাজ্য ভেঙে দেয়; এটি আলকেজান্ডার মহানের রাজ্য "ভাঙা" হয়ে চার বাতাসে সমর্পিত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ে সংঘটিত বহু ইতিহাস অধ্যায়টি তার চূড়ান্ত পরিপূর্ততিে পৌঁছানে পুনরাবৃত্ত হবে। ঐ ইতিহাসগুলোকে কোথায় যথাযথভাবে বিভাজন করতে হবে, তা নির্ধারণ করাই ভাববাণীর শিক্ষার্থী হিসেবে আহ্বানপ্রাপ্তদের ভাববাণীমূলক দায়িত্ব। দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদ মানবের অনুগ্রহের সময়ের অবসানে, যখন মিখায়েল উঠে দাঁড়ান, তখন গিয়ে সমাপ্ত হয়। যখন আলকেজান্ডার মহানের রাজ্য চার বাতাসে বিভক্ত হয়, তা অনুগ্রহের সময়ের অবসানকে নির্দেশ করে এবং ইঙ্গিত দেয় যে পঞ্চম পদ থেকে পরবর্তী ভাববাণীমূলক ইতিহাসকে একটি নিতুন ভাববাণীমূলক রেখা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

পাঁচ পদ থেকে ষোলো পদ পর্যন্ত ৫৩৮ সাল থেকে আসন্ন রবিবার-আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে চিহ্নিত করে। পাঁচ থেকে নয় পদ পর্যন্ত ১২৬০ বছরের পাপাল শাসনের ইতিহাসকে উপস্থাপন করে, যা ৫৩৮ সালে শুরু হয়ে ১৭৯৮ সালে অন্তকালের সময়ে সমাপ্ত হয়। দশম পদ সেই ইতিহাসকে চিহ্নিত করে যা চল্লিশতম পদকে পূর্বছায়ারূপে নির্দেশ করে, যখন পাপাসি অন্তকালের সময়ে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েতে ইউনিয়নকে sweep করে সরিয়ে দেয়। একাদশ ও দ্বাদশ পদ ইউক্রেনে বর্তমান প্রক্সি যুদ্ধকে চিহ্নিত করে, যেখানে পুতিন ও রাশিয়া বিজয়ী হবে; কিন্তু পুতিনের বিজয়ের পরবর্তী ফল “নীনবহের যুদ্ধ” এবং “চোস্রোয়েসের পতন”-এর সমান্তরাল হবে, যা ছিল “অতল গহ্বর খুলে দেওয়া চাবি,” যার দ্বারা প্রথম সর্বনাশের ইতিহাসে ইসলাম মুক্তি পেয়েছিল।

পুতিনের স্বল্পস্থায়ী বিজয়ের পর, তেরো থেকে পনেরো পদে যুক্তরাষ্ট্র প্রক্সি যুদ্ধে জয়ী হবে; অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে যে প্রক্সি যুদ্ধ চলমান ছিল, তারই উপসংহার ঘটবে। এই অনুচ্ছেদে তিনটি যুদ্ধ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম যুদ্ধ ১৯৮৯ সালে সমাপ্ত হয়েছিল, যা দশ ও চল্লিশ পদ পূরণের মধ্যে সংঘটিত হয়; দ্বিতীয়টি, ইউক্রেনের বর্তমান যুদ্ধ, এগারো ও বারো পদকে নির্দেশ করে; এবং তৃতীয় প্রক্সি যুদ্ধ, যা যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত বিজয়কে প্রতিনিধিত্ব করে, তেরো থেকে পনেরো পদে উপস্থাপিত হয়েছে।

পাঁচ নম্বর পদ থেকে পনেরো নম্বর পদ পর্যন্ত দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত এই চারটি সময়পর্ব সম্পর্কে যে বিষয়টি স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন, তা হলো শেষের দুই সময়পর্ব—যেগুলি বর্তমান ইউক্রেনের যুদ্ধকে, এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপকে প্রতিনিধিত্ব করে—সেগুলি সিলমোহর করার সময়ে সংঘটিত হয়। ষোলো নম্বর পদ যুক্তরাষ্ট্রে অতি সন্নিকটবর্তী রবিবারের আইনকে চিহ্নিত করে।

পাঁচ থেকে দশ নম্বর পদ ৫৩৮ সাল থেকে ১৭৯৮ সালে সময়ের শেষ পর্যন্ত, এবং তারপর ১৯৮৯ সালে সময়ের শেষ পর্যন্ত অগ্রসরমান ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব, এগারো থেকে পনেরো নম্বর পদে প্রতিনিধিত্বকৃত চূড়ান্ত প্রতিনিধি-যুদ্ধের দুইটি যুদ্ধ সেই সময়পর্বেই পরিপূর্ণ হয়, যেখানে ইযেকিয়েল অধ্যায় বারো নির্দেশ করে যে প্রত্যেকে দর্শনের কার্যকারিতা পরিপূর্ণ হয়।

সেই দর্শনগুলো ইজেকিয়েলের কাছে “চাকার মধ্যে চাকা” হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল, যাকে সিস্টার হোয়াইট “মানব ঘটনাবলীর জটিল আন্তঃক্রিয়া” হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইউক্রেনের যুদ্ধের ইতিহাস—পুতিনের বিজয়, তারপর তাঁর পতন, এবং এরপর যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়—ঈশ্বরের বাক্যে ‘লাইন পর লাইন’ ধারার সবচেয়ে জটিল প্রকাশগুলোর একটি।

ইজেকিয়েলের 'চাকার ভিতরে চাকা' বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সিস্টার হোয়াইট বলেন যে, ইজেকিয়েল যখন প্রথম সেই চাকাগুলো দেখেছিলেন, তখন তা দেখতে বিশৃঙ্খল মনে হয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইজেকিয়েল সেই চাকাগুলিতে এক নিখুঁত শৃঙ্খলা চিনতে পেরেছিলেন, যা হলো 'মানবীয় ঘটনাবলির জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া'। পদ ১১ থেকে ১৫-এ উপস্থাপিত ইতিহাসকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে ক্যাথলিক চার্চ ও নাৎসি জার্মানির মধ্যকার সম্পর্কটি বোঝা আবশ্যক, কারণ ইউক্রেনে নাৎসি নেতারা সেই সম্পর্কের প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছে।

এছাড়াও ১৯১৮ সালে পর্তুগালের ফাতিমায় তথাকথিত কুমারী মেরির আবির্ভাবের ভূমিকা, এবং সেই ঘটনার তিন শিশুর কাছে তথাকথিত কুমারী মেরি যে তিনটি গোপন বার্তা রেখে গিয়েছিলেন, তা বোঝা প্রয়োজন। ঐ তিনটি বার্তার ভিত্তিতে—যেগুলো ক্যাথলিক চার্চ ও নাস্তিক রাশিয়ার মধ্যে সংগ্রাম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে বর্ণনা করে—ফাতিমার সেই বার্তার অংশ, যা ইউক্রেনের যুদ্ধে প্রতিফলিত হয়েছে।

ফরাসি বিপ্লব, এবং ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে তার ভাববাণীমূলক সম্পর্ক, এবং পরিশেষে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, যিনি পুতিনের প্রতিনিধিত্ব করেন, ইউক্রেনের যুদ্ধে উপস্থাপিত “চক্রসমূহ”-এর একটি। ফরাসি বিপ্লবের ভাববাণীমূলক সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও ইতিহাসে উপস্থাপিত হয়েছে; কারণ যেমন ফ্রান্স পতনের পথে ছিল এবং পুতিনকে নেপোলিয়নের দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি ১৯৮৯ সালের যুদ্ধে ক্যাথলিকবাদের বাহিনীগুলোর প্রধান হিসেবে প্রাক্তন অভিনেতা রোনাল্ড রিগ্যান, ইউক্রেন পতনের পথে থাকা অবস্থায় প্রাক্তন অভিনেতা জেলেনস্কির এক আদিরূপ। এই পদসমূহে যে পরস্পর ছেদকারী ও সংযুক্ত চক্রগুলোর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট রাজনীতিবিদদের জন্য চূড়ান্ত আঘাত—যারা জেলেনস্কিকে সমর্থন করে এসেছে এবং এখনও করছে—পুতিনের বিজয়ের সময় তার দ্বারাই প্রকাশিত হবে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> কেবার নদীর তীরে ইজেকিয়েল দেখলেন উত্তর দিক থেকে আসছে বলে মনে হওয়া এক ঘূর্ণিঝড়—‘এক বিশাল মেঘ, আর নিজের মধ্যে জড়িয়ে থাকা আগুন, আর তার চারদিকে ছিল দীপ্তি; এবং তার মধ্যভাগে ছিল অ্যাম্বারের রঙের মতো বর্ণ।’ পরস্পরকে ছেদ করে থাকা বহু চাকা চারটি জীবন্ত সত্তা দ্বারা চালিত হচ্ছিল। এসবের বহু ঊর্ধ্বে ‘সিংহাসনের সদৃশ কিছু ছিল, নীলমণির মতো দেখায়; আর সেই সিংহাসনের সদৃশের উপর, তারই উপরে, মানুষের রূপের সদৃশ দেখা গেল।’ ‘আর করুবিমদের ডানার নীচে মানুষের হাতের আকৃতি দেখা গেল।’ ইজেকিয়েল ১:৪, ২৬; ১০:৮। চাকাগুলোর বিন্যাস এত জটিল ছিল যে

প্রথম দর্শনে সগেুলো বিশৃঙ্খল মনে হতো; কিন্তু সগেুলো নিখুঁত সঙ্গতিতে চলত। করুবিমদের ডানার নীচে থাকা সেই হাতের দ্বারা সমর্থিত ও পরিচালিত স্বর্গীয় সত্তারা এই চাকাগুলোকে চালিত করছিল; তাদের ঊর্ধ্বে, নীলমণির সিংহাসনে, ছিলেন চিরন্তনজন; আর সিংহাসনের চারদিকে ছিল একটি রংধনু, যা ঈশ্বরীয় করুণার প্রতীক।

যেমন করূবদের ডানার নীচে থাকা হাতের পরিচালনাধীন ছিল চাকা-সদৃশ সেই জটিল বিন্যাস, তেমনি মানবীয় ঘটনাপ্রবাহের জটিল গতিপ্রকৃতিও ঐশ্বরিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। জাতিসমূহের কলহ ও অশান্তির মাঝেও, করূবদের উপর অধিষ্ঠিত তিনি এখনও পৃথিবীর কার্যাবলি পরিচালনা করেন।

“যে জাতিসমূহ একের পর এক নিজেদের জন্য নির্ধারিত সময় ও স্থান অধিকার করেছে, এবং অচেতনভাবে সেই সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে যার অর্থ তারা নিজেরাই জানত না—তাদের ইতিহাস আমাদের সঙ্গে কথা বলে। আজকের প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ঈশ্বর তাঁর মহান পরিকল্পনায় একটি স্থান নির্ধারণ করেছেন। আজ মানুষ ও জাতিসমূহকে তাঁর হাতে ধৃত ওলনদড়ি দ্বারা পরিমাপ করা হচ্ছে, যিনি কখনও ভুল করেন না। সকলেই নিজেদেরই পছন্দের দ্বারা নিজেদের নিয়তি নির্ধারণ করছে, এবং ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্যসমূহ সিদ্ধ করার জন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে কর্তৃত্ব করছেন।”

"মহান 'আমি আছি' তাঁর বাক্যে যে ইতিহাসকে রেখাঙ্কিত করেছেন—ভবিষ্যদ্বাণীর শৃঙ্খলে একটির পর একটি কড়িকে জুড়ে, অতীতের অনন্তকাল থেকে ভবিষ্যতের অনন্তকাল পর্যন্ত—সেটি আমাদের জানিয়ে দেয় যুগধারার অগ্রযাত্রায় আজ আমরা কোথায় আছি এবং আগামীতে কী প্রত্যাশিত হতে পারে। এ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী যা যা ঘটবে বলে পূর্বেই বলে দিয়েছে, তার সবই ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত হয়েছে; এবং আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে যা যা এখনো আসতে বাকি, সেগুলোও নিজ নিজ ক্রমানুসারে পূর্ণ হবে।" Education, 178.